নবীজির দিন-রাতের আমল

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

নবীজির দিন-রাতের আমল

মূল
ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ. (মৃত্যু ৩৬৪ হিজরি)

অনুবাদ
মাওলানা যায়েদ আলতাফ
সাবেক উস্তায, ইমদাদুল উলুম মাদরাসা, দোহার, ঢাকা।

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন

নবীজির দিন-রাতের আমল
মূল : ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ.
অনুবাদ : মাওলানা যায়েদ আলতাফ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল :০১৯৭৩-১৭৫৭১৭
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
al furqanshop.com
raiyaanshop.com

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০/-

উৎসর্গ

ভাতিজী রাইফা ও তার আব্বু-আম্মুকে

মহামহিম তোমাদের জীবন আকাশে স্বচ্ছ রাতে
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সুখ ছিটিয়ে দিক, এই কামনায়।

লেখকের জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় : ইমাম আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন আসবাত বিন আবদুল্লাহ বিন ইবরাহিম বিন বুদাইহ দিনাওয়ারী।

তবে তিনি ইবনুস সুন্নী নামে বেশি পরিচিত। ইমাম আবু বকর সামআনী *আল-আনসাব* নামক গ্রন্থে (৭/১৭৫) এবং ইবনুল আসির *লুবাব* নামক গ্রন্থে (২/১৪৯-১৫০) বলেন, বিদআতের বিপরীতে প্রকৃত সুন্নাহর অনুসারী হওয়ায় তাকে সুন্নী বলা হয়। তার যুগে বিদআতিদের সংখ্যা অধিকহারে বেড়ে গেলে মানুষ প্রকৃত সুন্নাহর অনুসারীদের তাদের থেকে পৃথক করার জন্য সুন্নী উপাধি দিত।

জন্ম, বেড়ে উঠা ও জ্ঞানার্জন : ইমাম যাহাবি সিয়ারু আলামিন নুবালা নামক গ্রন্থে (১৬/২৫৫) বলেন, তিনি ২৮০ হিজরির দিকে জন্মগ্রহণ করেন।

ইলম অর্জনে তিনি বহু দেশ সফর করেন। দিমাশক, বাগদাদ, কুফা, বসরা, জাযিরাতুল আরব, মিসর ইত্যাদি শহরে গমন করে সেখানকার হাদিসের বিখ্যাত ইমামগণের নিকট তিনি হাদিস শ্রবণ করেন। বহু দেশ সফরের কারণে তাঁর উস্তাযগণের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি তাঁর ছাত্র সংখ্যাও।

উস্তাযগণ : ইমাম ইবনুস সুন্নী যাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাদের অধিকাংশই বিখ্যাত হাদিসবিশারদ। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন,

১. হাফেজে হাদিস ইমাম আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শুআইব বিন আলি আন-নাসাঈ (মৃত্যু ৩০৩ হিজরি)। ইমাম নাসাঈ নামে যিনি অধিক পরিচিত।
২. বিখ্যাত মুফাসসির, ইমাম হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী। মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
৩. হাফেজে হাদিস, ইমাম আহমাদ ইবনু আলি বিন মুছান্না আবু ইয়ালা মাওসিলী মুসনাদ, মুজামুশ শুয়ুখ ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক। মৃত্যু ৩০৭ হিজরি।
৪. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান কুতাইবা। মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
৫. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আবু বকর। মৃত্যু ৩১২ হিজরি।
৬. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু যাইদান ইবনু ইয়াযিদ আবু মুহাম্মাদ বাজালি আল-কুফি রহ.। মৃত্যু ৩১৩ হিজরি।

৭. ইমাম আহমাদ বিন মানী আবুল কাসেম বাগাবি। *মুজামুস সাহাবাহ* গ্রন্থের লেখক। মৃত্যু ৩১৭ হিজরি।
৮. হাফেজে হাদিস ইমাম আবু আরুবা হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবি মাশার হাররানি। মৃত্যু : ৩১৮ হিজরি।

উল্লেখ্য যে,গ্রন্থকার ইমাম ইবনুস সুন্নি রহ. তাঁর উস্তায ইমাম নাসাঈ, আবু ইয়ালা, আবু আরুবা হাররানি এবং আহমাদ ইবনু মানী আবুল কাসেম বাগাবী রহ. থেকে অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ হাদিসও তিনি তাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর অধিকাংশ উস্তাযগণই হাদিস বর্ণনায় সিকাহ তথা বিশ্বস্ত ছিলেন। কেউ কেউ তো উপরোল্লিখিতা চার ইমামের সমপর্যায়েল ছিলেন।

ছাত্র : তাঁর ছাত্রদের **মধ্যে অন্যতম হলেন:**

১. আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইস্পাহানী রহ.।
২. আহমদ ইবনু হুসাইন কাসসার রহ.।
৩. আলি ইবনু উমর আল-আসাদ রহ.।
৪. আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনু আবদুল্লাহ আবু মুহাম্মাদ জাযানী রহ.।
৫. মুহাম্মাদ ইবনু আলি আলাবী রহ. প্রমুখ।

বড়দের প্রশংসাসূচক মন্তব্য : ইমাম যাহাবি রহ. *তাযকিরাতুল হুফফাজে* (৩/৯৩৯) ইবনুস সুন্নী রহ. সম্পর্কে বলেন, তিনি হাফেজে হাদিস, হাদিসশাস্ত্রের ইমাম ও বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন।

ইমাম যাহাবি রহ. *সিয়ারু আলামিন নুবালা* নামক তাঁর অপর গ্রন্থে (১৬/২৫৫) বলেন, তিনি হাফেজে হাদিস, হাদিসশাস্ত্রের ইমাম, বিশ্বস্ত রাবী এবং ইলমের জন্য অধিক সফরকারী ছিলেন।

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রহ. *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা* (২/৯৬) গ্রন্থে বলেন, তিনি একজন নেককার, ফকিহ ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি ছিলেন।

হাফেজ ইবনে নাসিরুদ্দিন দিমাশকি *তাওযিহুল মুশতাবিহ* (৫/১৯৪) এবং হাফেজ ইবনে হাজার *তাবছিরুল মুনতাবিহ* (২/৭৫৪) নামক গ্রন্থে বলেন,

হাফেজ আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক দিনাওয়ারি ইবনুস সুন্নী বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন।

ইমাম সাখাবি রহ.ও *আল-ইলান বিত তাওবিখ* গ্রন্থের ২৯৭ নং পৃষ্ঠায় তাকে হাফেজে হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রচনাবলি:

১. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ নামক আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি
২. আল-কানাআহ
৩. আল-ইজায ফিল হাদিস
৪. আয-যিয়াফাহ
৫. আত-তিব্ব
৬. ফাযায়েলে আমাল
৭. সীরাতে মুস্তাকিম।
৮. রিওয়ায়াতুল ইখওয়াতি বাযুহুম আন বাযিন

এ ছাড়া আরও অন্যান্য।

মৃত্যু : তাঁর ছেলে আলি ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর ইবনুস সুন্নী বলেন, আমার পিতা হাদিস লিখছিলেন, তখন কলম দোয়াতে রেখে হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করা শুরু করলেন। এ অবস্থায় তিনি মারা গেলেন।

তাঁকে তাঁর বাবার মৃত্যুসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ৩৬৪ হিজরির শেষের দিকে।

তথ্যসূত্র

- ইমাম সাখাবী রহ. রচিত আল-ইলান বিত তাওবিখ। পৃষ্ঠা নং ২৬৭।
- আল-ইকমাল (৪/৫১)।
- ইমাম সামআনি রহ. রচিত আল আনসাব (৭/১৭৬)।
- হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ.-এর তাবছিরুল মুনতাবিহ (২/৭৫৪)।
- ইমাম যাহাবি রহ.-এর তাযকিরাতুল হুফফাজ (৩/৯৩৯-৯৪০) এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৬/২৫৫-২৫৭)।

গ্রন্থপরিচয়

আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ.-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অভাবনীয়। এটি শুধু গ্রন্থ নয়। যেন গ্রন্থের চেয়েও বেশি কিছু। মুসলিম উম্মাহর আত্মা ও রূহের খোরাক এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে রক্ষাকবচ।

ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ. নবীজির দিন-রাতের আমল সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন। নবীজি যখন যে আমল যেভাবে করেছেন, যে দুআ যেভাবে পড়েছেন, সেগুলো সবিস্তারে উল্লেখ থাকবে। যাতে মানুষ কোন সময়ের কী আমল এবং কোন অবস্থার কী দুআ, সেটা জেনে আমল করতে পারে। অধিকন্তু নবীজি যেভাবে পড়েছেন সেভাবে পড়তে পারে। এ কারণে তিনি গ্রন্থটির নাম রেখেছেন, *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ* (দিন-রাতের আমল)। মানুষের জীবন তো দিন-রাতেরই সমষ্টি। সম্ভবত তিনি এই নামটি তার শাইখ ইমাম নাসাঈ রহ. থেকে চয়ন করেছেন। কেননা ইমাম নাসাঈ রহ.-এর হুবহু এই নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তিনি জীবনের সর্বাবস্থায় নবীজির আমলগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে একজন মুসলিম সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের পরশ পাবে, হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করবে এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। মোটকথা, তার জীবন হবে সফল, সুন্দর, স্বার্থক, নিরাপদ ও প্রশান্তিময়। সর্বোপরি গ্রন্থটি তাকে একটি আমলি যিন্দেগী গঠনে সাহায্য করবে।

গ্রন্থে অনুসৃত রীতি:

১. ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ. এই গ্রন্থের হাদিসগুলো সংকলনের ক্ষেত্রে তৎকালিন কিংবা তৎপূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনে কেরামের রীতি অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে তার শাইখ ইমাম নাসাঈ রহ.-এর রীতি ।

২. গ্রন্থের হাদিসগুলো তিনি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনুসৃত রীতি অনুযায়ী তিনি সনদ নিয়ে কোনো তাহকিকী আলোচনা করেননি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তিনি সহিহ, হাসান, যয়িফ, মুনকার ও মাওজু সব ধরনের বর্ণনা এনেছেন। মূল কিতাবে সনদ উল্লেখ থাকায় হাদিসশাস্ত্রে পারদর্শী যে কেউ সেগুলোর মান যাচাই করে নিতে পারবে।

৩. প্রতিটি বিষয় তিনি অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা করেছেন।
৪. কিছু হাদিস তিনি পুনরুল্লেখ করলেও সেগুলো ভিন্ন শিরোনামে ও ভিন্ন সনদে করেছেন এবং সেই হাদিস দিয়ে অন্য আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেছেন।

১৩০ টিরও অধিক হাদিস তিনি তার শাইখ ইমাম নাসাঈর সনদে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ইমাম নাসাঈর *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ* গ্রন্থে রয়েছে। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈর সনদে তার অন্যান্য কিতাবে থাকা আরও কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন। ভিন্ন সনদে এবং আরও উঁচু মানের সনদে তিনি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি শাইখ আবু ইয়ালা মাওসিলী এবং আবু আরুবা হাররানীর সনদে তিনি বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর অধিকাংশই সুনানে নাসাঈ শরিফে রয়েছে। ইমাম নাসঈ ছাড়া অন্যদের থেকে তিনি যেসব হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর অনেকগুলোর সনদের মান ইমাম নাসাঈ থেকে বর্ণিত হাদিসের নিচে এবং সেগুলো ইমাম নাসাঈর শর্তানুযায়ীও নয়। তবে তিনি ইমাম নাসাঈ ছাড়া অন্যদের থেকে কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। হাদিসের পরিভাষায় এগুলোকে তাফাররুদাত বলে। এমন হাদিসগুলো বেশিরভাগই দুর্বল। শুধু দুর্বলই নয়, কিছু হাদিস মুনকার এবং মওযুও।

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين. و نشكره شكر الحامدين.

والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله و أصحابه أجمعين.

ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভের জন্য যিকির-আযকার, ও দুআ-দুরুদের বিকল্প নেই। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু আল্লাহর সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক সবচেয়ে গাঢ় ও নিবিড় ছিল, তাই তার জবান সর্বক্ষণ তার যিকিরে নিরত থাকত। তিনি অধিক পরিমাণে দুআ করতেন, তাসবিহ-তাহলিল ও ওযিফা পাঠ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে এগুলো শিক্ষা দিতেন। কেননা এর মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক দৃঢ় হয়, দ্রুত তাঁর সাহায্য লাভ হয় এবং বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ পা্ওয়া তার জন্য সহজ হয়।

মানুষের জীবন বড় বৈচিত্রময়। সবসময় অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না। জীবনে সুখ, শান্তি, সফলতা যেমন থাকে, তেমনি থাকে দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতা। তাই সর্বাবস্থায় মানুষকে মহান রাব্বুল আলামিনের কথা স্মরণ করতে হয়। যেমন সুখের সময়, তেমনি দুঃখের সময়। সুখের সময়, যেন তা স্থায়ী হয়। দুঃখের সময়, যেন তা থেকে মুক্তি লাভ হয়।

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। [সুরা গাফির : ৬০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

শুনে রাখো, আল্লাহর যিকিরের দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। [সুরা রাদ:২৮]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রহ. আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব নামক গ্রন্থে যিকিরের বহুবিধ ফায়েদার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন শয়তানকে বিতাড়িত করা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করা, অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করা ইত্যাদি।

অনেকভাবেই আল্লাহকে ডাকা যায়। দুআ করা যায়। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন ও সাহাবায়ে কেরামকে যেভাবে শিক্ষা

দিয়ে গেছেন, আমাদের সেভাবে করা উচিত। এতে দুআটি আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং তা দ্রুত কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

যিকির ও দুআর এই অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ প্রতিটি হাদিসের কিতাবে দুআ ও যিকির বিষয়ক স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। এ বিষয়ে সেখানে তারা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান করুন। এরপর ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ একটি ব্যতিক্রমধর্মী মহৎ উদ্যোগ নিলেন। তিনি *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ* নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করলেন। সেখানে রাসুলুল্লাহর দিন-রাতের সমস্ত দুআ, তাসবিহ-তাহলিল, যিকির-আযকার স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপনায় তুলে ধরা হলো। তার এই গ্রন্থ থেকে প্রেরণা লাভ করে তার অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য ইমাম ইবনুস সুন্নী বক্ষ্যমান গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তার শাইখের গ্রন্থের অনুসরণে তিনিও তার গ্রন্থের নাম রাখেন *আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ* (নবীজির দিন-রাতের আমল)।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে। তবে আমার জানামতে বাংলাভাষায় এটি এই গ্রন্থের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। এদিক থেকে এটি বাংলাভাষায় এক অনন্য সংযোজন।

আরও অন্যান্য হাদিসের ইমামগণ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর (মৃত্যু ৭২৮ হিজরি) *আল-কালিমুত তায়্যিব*, আল্লামা ইবনুল জাওযির (মৃত্যু ৭৫১ হিজরি) *আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব* ইত্যাদি। তবে কয়েকটি কারণে আমাদের এই গ্রন্থটি অনন্য। যেমন,

- ♦ এতে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আমলের বর্ণনা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ♦ কোথাও কোথাও একই হাদিসকে একাধিক সনদে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ♦ সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।
- ♦ যিকির-আযকার ও দুআ-দুরুদের পাশাপাশি ইসলামী মূলবোধ, আদব-আখলাক, নীতি-শিষ্টাচারের বিষয়গুলোও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পাঠকের জন্য নবীজির আমলগুলোর পাশাপাশি তাঁর আখলাক ও আদব সম্পর্কে জানা সহজ হবে।

অগ্রসরমান বাঙালি মুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটির উপর আমাদের পক্ষ থেকে যে কাজগুলো করা হয়েছে:

- হাদিসগুলোর সহজ, সরল, প্রাঞ্জল অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযুক্ত করা হয়েছে।
- টিকায় প্রতিটি হাদিসের সংক্ষিপ্ত তাহকিক পেশ করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এতে পাঠক হাদিসের মান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাহকিক ও তাখরিজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শাইখ আবু উসামা সালিম বিন ঈদুল হিলালিকৃত '*উজালাতুর রাগিবিল মুতামান্নি ফি তাহকিকি আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি লিবনিস সুন্নী*' গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে। আমার পড়া ও দেখায় এই গ্রন্থটিকে ইমাম ইবনুস সুন্নীর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাহকিকী গ্রন্থ মনে হয়েছে।
- টিকায় যদিও সংক্ষিপ্তাকারে হাদিসের মান উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ায় সনদসহ মূল আরবি হাদিসটি উল্লেখ করা হয়নি। আগ্রহী পাঠকগণ চাইলে মূল কিতাবের আরবি সনদটি দেখে নিতে পারেন।

প্রায় বছর খানেক আগে বইটি অনুবাদ করে দেওয়ার জন্য আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পথিক প্রকাশন-এর কর্ণধার ইসমাঈল ভাই আমার উপর আস্থা রেখে বইটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার বংলাবাজারস্থ পথিক প্রকাশন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হলেও ইতোমধ্যেই সুহৃদ পাঠকদের সুনাম কুড়াতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু বইটির কলেবর মোটামুটি বড়। তাই এটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নির্ভুল করে তোলা মোটেও সহজ কাজ নয়। তবে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে গিয়েছি। কোনোরূপ কার্পণ্য করিনি। আশা করি পাঠক আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। তারপরও যেহেতু আমরা মানুষ। ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই কোথাও কোনো অসঙ্গতি রয়ে গেলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের চলার পথকে সহজ করবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবার আমলগুলোকে কবুল করে নিন। আমিন।

মহান রাব্বুল আলামিনের করুণা ভিখারী
মাওলানা যায়েদ আলতাফ
বাদ এশা, ১০:৪২
২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি মোতাবেক ১৮ ই নভেম্বর ২০২০ ইং;
২৯ কার্তিক ১৪২৭ বাংলা

হাদিসের পরিভাষা

হাদিসের মান উল্লেখের ক্ষেত্রে আমরা এ গ্রন্থটির টীকায় মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছি, যেমন : সহিহ, হাসান, যয়িফ, মারফু, মাওকুফ, মাকতু ইত্যাদি। এসব পরিভাষা অধিকাংশ লোকেরই অজানা। এগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা যেহেতু কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দেওয়ার পরিবর্তে এখানে আমরা মোটাদাগে কেবল এগুলোর ব্যাপারে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১. **সহিহ :** যে হাদিসের মান বিশুদ্ধ এবং যার সনদ ও মতনে কোনো ধরনের সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না।
২. **হাসান :** যে হাদিসের মান মোটামুটি বিশুদ্ধ এবং যাতে সামান্য কিছু সমস্যা বা ত্রুটি থাকলেও তা হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলে না।
৩. **যয়িফ** (দুর্বল) **:** যে হাদিসের সনদ বা সূত্র দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া বা তার মুখস্তশক্তির দুর্বলতা কিংবা এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতাসহ এমন নানা কারণে হাদিস দুর্বল হয়ে থাকে।
৪. **অত্যন্ত** দুর্বল **:** যে হাদিসের সনদ বা সূত্র অত্যাধিক দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারী অত্যাধিক ভুলকারী হওয়া বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়াসহ এ ধরনের নানা কারণে হাদিস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।
৫. **মাওযু :** হাদিসের নামে জাল বা মিথ্যা বর্ণনাকে মাওজু হাদিস বলা হয়। সাধারণত বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া বা হাদিস জালকারী বলে সাব্যস্ত হওয়া কিংবা শরিয়তের স্বীকৃত কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াসহ এমন নানা কারণে হাদিস মাওজু বা জাল হয়ে থাকে।
৬. **মারফু :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম, সমর্থন বা বৈশিষ্ট্যকে মারফু হাদিস বলা হয়।
৭. **মাওকুফ :** সাহাবির কথা বা কাজকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।
৮. **মাকতু :** তাবিয়ির কথা বা কাজকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৯. **ইসরাইলিয়াত :** পূর্বের আসমানি গ্রন্থ, যথা তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদিতে পাওয়া কোনো কথা, তথ্য বা ঘটনাকে ইসরাইলিয়াত বলা হয়।

১০. **মুরসাল :** সাহাবির নাম উল্লেখ ব্যতিরেকে সরাসরি তাবিয়ি কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসকে মুরসাল বলা হয়।

হাদিসের মান বুঝতে হলে আমাদের এসব পরিভাষার ব্যাখ্যা ও পরিচিতি জানা থাকা একান্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এখানে যদিও পুরোপুরি শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়নি, তথাপি এগুলো বুঝার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র

জবানের হেফাজত করা এবং আল্লাহর যিকিরে নিরত থাকা ৩১
ঘুম থেকে উঠার পর যা পড়বে.. ৩২
কাপড় পরিধানের দুআ...৩৬
কাপড় পরিধান করার পদ্ধতি..৩৬
বাথরুমে ঢোকার দুআ.. ৩৭
বাথরুমে ঢোকার সময় বিসমিল্লাহ বলা..৩৮
বাথরুমে বসার সময় বিসমিল্লাহ বলা...৩৮
বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ ৩৮
অজুর সময় বিসমিল্লাহ বলা.. ৪০
অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার পদ্ধতি.. ৪০
অজু চলাকালে যা পড়বে...৪১
অজু শেষ করার পর যা পড়বে...৪১
সকাল হলে যে দুআ পড়বে ৪৩
নিম্নোক্ত দুআটি পড়ার সওয়াব ৬৫
জুমুআর দিন সকালে পড়ার দুআ.. ৬৭
নামাজে যাওয়ার সময় যা পড়বে.. ৬৭
মসজিদে প্রবেশ করা সময় যা পড়বে...৬৮
আযানের সময় যা পড়বে.. ৭০
যখন মুয়াজজিন বলেন—হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ..........৭১
আযানের সময় রাসুলের প্রতি দুরুদ পড়া ৭১
রাসুলের প্রতি যেভাবে দুরুদ পড়বে..৭২
ওসিলা চাওয়ার পদ্ধতি...৭২
ফজরের দু রাকাতের পর যা পড়বে ৭৬
‘ক্বদ ক্বমাতিস সালাহ’ বলার সময় যা বলবে ৭৬
কাতারের শেষ প্রান্তে এসে যা পড়বে ৭৭
নামাজে দাঁড়ানোর সময় যা পড়বে...৭৭
জোরে শ্বাস নেওয়ার সময় যা বলবে ৭৮
সালাম ফেরানোর পর যা বলবে ৭৮
ফজরের নামাজের পর যে দুআ পড়বে...৭৯

ফজর নামাজের পর যিকিরের ফজিলত ৯৪
সূর্যোদয়ের পর যা পড়বে ৯৫
সূর্য সম্পূর্ণ উদয়ের পর যা পড়বে ৯৬
মসজিদে কেউ হারানো বস্তুর ঘোষণা দিলে তাকে যা বলবে ৯৭
মসজিদে কাউকে কবিতা বলতে দেখলে যা বলবে ৯৮
মসজিদে কাউকে বেচাকেনা করতে দেখলে যা বলবে ৯৮
মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ার দুআ ৯৮
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ ৯৯
ঘরে প্রবেশের পর যে দুআ পড়বে ৯৯
ঘরে প্রবেশের পর ঘরবাসিকে সালাম প্রদান ১০১
সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশের ফজিলত ১০১
সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার সওয়াব ১০২
আয়না দেখার সময় যে দুআ পড়বে ১০২
কানে শব্দ হলে যা পড়বে ১০৪
হিজামা বা শিঙ্গা গ্রহণের সময় যা পড়বে ১০৪
পথ চলতে পা অবশ হয়ে গেলে যা পড়বে ১০৪
আয়না না থাকলে যেভাবে মুখ দেখবে ১০৭
তেল ব্যবহার করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া ১০৭
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দুআ ১০৮
রাস্তায় আল্লাহর যিকির করা ১০৯
পথ চলতে চলতে সুরা ইখলাস পড়া ১০৯
বাজারে রওনা হলে যা পড়বে ১১০
বাজারে যাওয়ার পর যে দুআ পড়বে ১১০
সকাল কেমন হলো প্রশ্নের উত্তরে যা বলবে ১১১
কাউকে মারহাবা বলা ১১৩
কেউ ডাকলে যেভাবে সাড়া দেবে ১১৪
কেউ যদি কঠিন স্বরে ডাকে ১১৪
সাক্ষাতের সময় দু’ব্যক্তির হামদ ও ইস্তিগফার পড়া ১১৫
কারও সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাসুলের প্রতি দুরুদ পড়া ১১৫
কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসা ১১৬
কাউকে তার অবস্থা সম্পর্কে যেভাবে জিজ্ঞাসা করবে ১১৬
কোনো মুসলিম ভাইকে মুহাব্বত করলে তাকে সেটা জানিয়ে দেওয়া ১১৬
কেউ কাউকে ‘মুহাব্বত করি’ বললে তাকেও অনুরূপ বলে দেওয়া ১১৬

কাউকে মুহাব্বত করলে কিংবা কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলে তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ না করা ১১৭
কেউ কিছু দিলে তার জন্য যে দুআ করবে ১১৮
নিজের ভাইয়ের জন্য যেভাবে দুআ করবে ১১৮
কাউকে হাসতে দেখলে যে দুআ করবে ১১৮
কারও কাছ থেকে পৃথক হওয়ার সময় যে দুআ করবে ১১৯
কারও মাঝে কোনো নেয়ামত দেখলে বরকতের দুআ করবে ১১৯
নিজের ও অন্য কারও মাঝে ভালো ও মুগ্ধকর কিছু দেখলে বরকতের দুআ করবে ১২০
নজর লাগার আশঙ্কা করলে যে দুআ পড়বে ১২১
কোনো মুসলমান ভাইকে সাক্ষাতে সালাম দেওয়া ১২১
সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব ১২২
সালামের উত্তর না দেওয়ার নিন্দা ১২২
আগে সালাম দেওয়ার ফজিলত ১২৩
আগে সালাম দেওয়ার সওয়াব ১২৩
সালাম না দিয়ে কেউ কথা শুরু করলে তার উত্তর না দেওয়া ১২৩
সালাম প্রচার-প্রসারের ফযিলত ১২৩
সালামের প্রসার কীভাবে করবে? ১২৪
আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম দিবে ১২৪
পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে ১২৪
পথচারী দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দিবে ১২৫
পথচারী যে আগে সালাম দিবে সে উত্তম ১২৫
পথচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে ১২৫
অল্পসংখ্যক মানুষ বেশিসংখ্যক মানুষকে সালাম দিবে ১২৬
ছোটো বড়কে সালাম দিবে ১২৬
একটি দলের পক্ষ থেকে একজনের সালাম দেওয়াই যথেষ্ট ১২৬
পুরুষের নারীকে সালাম দেওয়া ১২৬
শিশুদের সালাম করা ১২৭
শিশুদের যেভাবে সালাম দিবে ১২৭
চাকর-বাকর ও বালক-বালিকাদের সালাম করা ১২৭
কোনো মজলিসে মুসলমানদের সঙ্গে মুশরিকরা থাকলেও সালাম দেওয়া ১২৮
সালামের সওয়াব ১২৮
সালামের পদ্ধতি ১২৯

সকলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের উত্তর দেওয়াই যথেষ্ট ১২৯
সালামের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়া ১৩০
সালামের সময় শুধু 'আলাইকুমুস সালাম' বলা উচিত নয়...................... ১৩০
কারও কাছে সালাম পাঠানো..১৩১
যার কাছে সালাম পৌঁছেছে সে যেভাবে উত্তর দিবে..............................১৩১
মুশরিকদের সালাম না দেওয়া ১৩২
আহলে কিতাবদের সালামের উত্তর যেভাবে দিবে ১৩২
ওয়ালাইকুম শব্দের চেয়ে বেশি কিছু না বলা...................................... ১৩৩
নারীদের পুরুষকে প্রথমে সালাম দেওয়া মাকরুহ ১৩৩
মাঝখানে একটি গাছের আড়াল হওয়ার পর দেখা হলে তখনে আবার সালাম দিবে ১৩৩
কেউ হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দেওয়া...১৩৪
হাঁচি দানকারী ব্যক্তির উত্তর যখন দিবে...১৩৪
কতবার হাঁচির উত্তর দিবে ১৩৪
তিনবার হাঁচির জবাব দেওয়া ১৩৫
তিনবারের পর হাঁচির উত্তর না দেওয়া...১৩৫
তিনবারের পর হাঁচির উত্তর না দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার...................১৩৫
কেউ হাঁচি দিলে যা বলবে.. ১৩৬
হাঁচির উত্তর যেভাবে দিবে ১৩৭
হাঁচির উত্তরদাতার প্রতিউত্তরে যা বলবে...১৩৭
কেউ হাঁচির উত্তর সুন্দরভাবে না দিলে তার উত্তর যেভাবে দিবে................১৩৯
আহলে কিতাবদের হাঁচির উত্তর যেভাবে দিবে ১৪০
নামাজে হাঁচি দিলে যা বলবে...১৪০
ভীষণ জোরে হাঁচি না দেওয়া ১৪১
নিচু আওয়াজে হাঁচি দেওয়া... ১৪১
হাই আসলে যা বলবে... ১৪২
জোরে হাই না তোলা... ১৪২
কারও গায়ে কোনো পোশাক দেখলে যা বলবে ১৪২
নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ...১৪৩
গোসল কিংবা ঘুমের সময় পরিধেয় বস্ত্র খোলার সময় যে দুআ পড়বে.......... ১৪৪
অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের জবাবে যা বলবে..১৪৫
কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তার জন্য যে দুআ করবে...............................১৪৫
ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করার সময় তার জন্য যে দুআ করবে.................১৪৬

হাদিয়া প্রদানকারী এবং তা গ্রহণকারী উভয়ে পরস্পরকে যে দুআ দিবে ১৪৬
গাছে প্রথম ফল এলে যে দুআ পড়বে... ১৪৭
কেউ কারও শরীর থেকে ধুলোমাটি ইত্যাদি কোনো ময়লা দূর করে দিলে তার জন্য যে দুআ করবে...১৪৮
বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা প্রচন্ড অন্ধকারময় বাতাস প্রবাহিত হলে যে দুআ পড়বে ১৪৯
কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দিলে তার জন্য যে দুআ করবে..................... ১৪৯
শিরক অধ্যায় ১৫০
কেউ কোনো কথা বলতে গিয়ে ভুলে গেলে যে দুআ পড়বে......................১৫০
কেউ কোনো সুসংবাদ দিলে তার জন্য যে দুআ করবে............................ ১৫১
জিম্মি ব্যক্তি কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দিলে তাকে যে দুআ দিবে ১৫২
পছন্দনীয় কোনো কথা কিংবা আওয়াজ থেকে শুভলক্ষণ গ্রহণ করা........... ১৫২
অশুভ লক্ষণ থেকে বেঁচে থাকা এবং শুভলক্ষণ গ্রহণ করা...................... ১৫২
আগুন লাগতে দেখলে যা বলবে..১৫৩
বাতাস প্রবাহিত হলে যে দুআ পড়বে ১৫৪
উত্তরের বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ১৫৫
আকাশে ধুলা কিংবা বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে যে দুআ পড়বে ১৫৫
মেঘ আসতে দেখলে যে দুআ পড়বে..১৫৬
মেঘের গর্জন এবং বজ্রপাতের আওয়াজ শুনলে যে দুআ পড়বে................১৫৬
বৃষ্টি দেখলে যে দুআ পড়বে...১৫৬
আকাশের দিকে তাকিয়ে যে দুআ পড়বে... ১৫৭
প্রচণ্ড গরম কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনে যে দুআ পড়বে ১৫৭
সকালে আলসেমি লাগলে যা বলবে ১৫৮
বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখলে যা পড়বে.......................................১৫৮
দীনের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে নিম্ন কাউকে দেখলে করণীয় ১৫৯
কবুতরের ডাক শুনলে যে দুআ পড়বে... ১৫৯
মোরগের ডাক শুনে যে দুআ পড়বে ১৫৯
রাতে মোরগের ডাক শুনলে যে দুআ পাঠ করবে............................... ১৬০
গাধার ডাক শুনলে যে দুআ পাঠ করবে... ১৬০
গোসলখানায় প্রবেশের দুআ... ১৬১
কারও কাছে ওজর যেভাবে পেশ করবে... ১৬১
ওজর পেশকারীর উত্তরে যা বলবে... ১৬২

কাউকে উত্তম কথার মাধ্যমে সম্বোধন করা..১৬২
মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলা..১৬২
গোলামের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা..১৬৩
গোলামকে ছেলে বলে সম্বোধন করা..১৬৩
পালক পুত্রকে নিজের ছেলে বলে সম্বোধন করা................................১৬৩
কাউকে ভর্ৎসনা করার পদ্ধতি..১৬৩
মানুষের সঙ্গে কোমল আচরণ..১৬৪
কারও মাঝে অপছন্দনীয় কিছু থাকলে তার দিকে না তাকানো...................১৬৪
ইঙ্গিত করে কথা বলা..১৬৪
মন্দ ব্যক্তির নিন্দা জায়েজ..১৬৪
প্রয়োজনে খারাপ বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া.......................................১৬৫
কারও প্রশংসা যেভাবে করবে..১৬৬
কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করলে যে দুআ পড়বে...................১৬৬
শত্রুর দিকে তাকিয়ে যে দুআ পড়বে...১৬৭
কিছু দেখে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে...১৬৭
কোনো বিপদে পড়লে যে দুআ পড়বে..১৬৭
কোনো বিষয়ে বিচলিত হলে যে দুআ পড়বে....................................১৬৮
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে যা পড়বে..১৬৮
দুঃখ কিংবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে যে দুআ পড়বে.....................................১৬৯
বালা মুসিবতের সময় যা পড়বে...১৭০
কোনো বাদশাহকে ভয় পেলে যা পড়বে..১৭২
কোনো বাদশাহ কিংবা শয়তান কিংবা হিংস্র প্রাণীকে ভয় পেলে যে দুআ পড়বে
....১৭২
হিংস্র প্রাণির ভয় থাকলে..১৭৪
কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে..১৭৪
জীবন-জীবিকা কঠিন হয়ে পড়লে যা পড়বে.....................................১৭৫
কোনো বিষয় কঠিন হয়ে গেলে যা পড়বে......................................১৭৬
জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে যা পড়বে...১৭৬
আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত স্মরণ করার সময় যা পড়বে..........................১৭৭
বিপদ আপদ মোকাবেলার জন্য যা পড়বে..১৭৮
আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, কারও একথার প্রতিউত্তরে যা বলবে...........১৭৮
কোনো গুনাহ হয়ে গেলে..১৭৯
একবার গুনাহ হওয়ার পর আবার গুনাহ হয়ে গেলে...........................১৭৯

গুনাহ্ থেকে ইস্তিগফার করা ১৮০
জবান অসংযত থাকলে করণীয় ১৮০
অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা ১৮১
ইস্তিগফার করা এবং অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করার সওয়াব ১৮১
দিনে কতবার ইস্তিগফার করবে ১৮১
প্রতিদিন সত্তরবার ইস্তিগফার করার সওয়াব..১৮১
দিনে সত্তরবার ইস্তিগফার করা..১৮২
তিনবার ইস্তিগফার করা ১৮২
ইস্তিগফার করার মুস্তাহাব সময় ১৮২
ইস্তিগফারের পদ্ধতি..১৮২
সায়্যিদুল ইস্তিগফার ১৮৩
জুমুআর দিনে ইস্তিগফার করা..১৮৪
জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশের সময় যে দুআ পড়বে ১৮৪
জুমুআর সালাতের পর যা পড়বে..১৮৪
পছন্দনীয় কিংবা অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে যে দুআ পড়বে.............১৮৫
জুমুআর দিন অধিক পরিমাণে দুরুদ পড়া ১৮৬
কারও সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেওয়া হলে যা বলবে ১৮৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পরও দুরুদ না পড়ার কঠোর নিন্দা ১৮৬
দুরুদ পড়ার পদ্ধতি..১৮৭
ভাই বলে সম্বোধন করা..১৮৯
নেতাদেরকে সাইয়্যিদ বলে সম্বোধন করা..১৮৯
অহংকার থেকে বাঁচার জন্য সাইয়্যিদ শব্দ অপছন্দ করা.........................১৮৯
সাইয়্যিদ বলার বৈধতা ১৯০
শিশুদের নিজের ছেলে বলে সম্বোধন করা ১৯০
গোলাম যেভাবে মনিবকে সম্বোধন করবে ১৯০
যাকে সাইয়্যিদ বলে সম্বোধন করা বৈধ নয়.. ১৯১
আসল নামের পরিবর্তে উপনাম ধরে সম্বোধন করা ১৯১
নাম সংক্ষেপ করে ডাকা ১৯২
কাউকে ভিন্ন নামে না ডাকা.. ১৯২
নিজের বাবাকে নাম ধরে না ডাকা ১৯২
মন্দ উপাধি দেওয়া..১৯৩

কারও নাম জানা না থাকলে তাকে যেভাবে ডাকবে ১৯৪
কাউকে তার পোশাকের নাম ধরে ডাকা ১৯৪
কাউকে তার পেশার নাম ধরে ডাকা ১৯৪
অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান বলে ডাকা... ১৯৪
গায়ের রং অনুযায়ী কোনো উপনাম রাখা ১৯৫
কোনো কারণে উপনাম রাখা ১৯৫
সবজির নামানুসারে নাম রাখা ১৯৬
কোনো কাজ অনুযায়ী নাম রাখা..১৯৬
এক সন্তান হওয়ার পর যে নারীর আর কোনো সন্তান হয়নি তার উপনাম রাখা১৯৭
শিশুদের উপনাম রাখা ১৯৭
কাউকে তার উপনাম থাকা সত্ত্বেও সন্তানের নামে ডাকা ১৯৭
নামকে সংক্ষেপ করা ১৯৮
উপনাম সংক্ষেপ করে ডাকা ১৯৮
কাউকে তার পিতার উপনামে নাম রাখা ১৯৮
দাদার দিকে সম্পৃক্ত করা ১৯৯
দাদী-নানীদের দিকে সম্পৃক্ত করা.. ১৯৯
নারীদের উপনাম রাখা ২০০
রসিকতা করা ২০০
শিশুদের সঙ্গে মজা করা ২০১
শিশুদের সঙ্গে কীভাবে হাসি-ঠাট্টা করবে...২০১
শিশুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করার বর্ণনা..২০১
শিশুর মুখে কথা ফুটলে শিশুকে যা শেখাবে.......................................২০২
সন্তান বুঝের হলে তাকে সর্বপ্রথম যা শেখাবে ২০৩
সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার সময় যে উপদেশ দিবে ২০৩
বাড়ির আঙ্গিনায় বসা অবস্থায় করণীয়...২০৪
কোনো মুসলমানের বিপদের কথা শুনলে তার সাহায্যার্থে করণীয় ২০৪
অপরকে সাহায্য করার সওয়াব..২০৪
বধির ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা, তাকে কিছু বোঝানো সদকা......................২০৪
আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার সময় যা বলবে ২০৫
রোজাদারের সঙ্গে কেউ মূর্খতাসুলভ আচরণ করলে করণীয় ২০৫
জাহেলি যুগের মতো কাউকে প্রার্থনা করতে শুনলে............................ ২০৬
সুরা বাকারা শেষ করে যে দুআ পড়বে.. ২০৬
‘শাহিদাল্লাহ’ আয়াতটি পড়ার পর যা বলবে.................................... ২০৬

সুরা কিয়ামাহ, মুরসালাত এবং সুরা তিন পড়ার জওয়াব ২০৭
দিন-রাতে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার সওয়াব ২০৮
দিনে একশ আয়াত পরিমাণ পড়ার সওয়াব.. ২০৮
নিজেকে কারও প্রতি উৎসর্গ করা..২০৯
কারও উপর পিতামাতাকে উৎসর্গ করা ২০৯
চেহারা উৎসর্গ করা ২০৯
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করা...২১০
কেউ কোনো কিছু উৎসর্গের কথা বললে তাকে উত্তরে যা বলবে...............২১০
কোনো মজলিসে পৌঁছার পর যে দুআ পড়বে ২১০
মজলিসে পৌঁছে সালাম দেওয়া... ২১১
মজলিসের সবার জন্য যে দুআ করবে ২১১
মজলিসে বসে অনর্থক কথাবার্তা বেশি হলে যে দুআ পড়বে ২১২
মজলিসে বসে কতবার ইস্তিগফার করবে? ২১৩
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ........................২১৩
মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় মজলিসের লোকদের সালাম দেওয়া........ ২১৪
মজলিস থেকে উঠার পূর্বে ইস্তিগফার পড়া ২১৪
মজলিস থেকে উঠার সময় কতবার ইস্তিগফার পড়বে? ২১৪
রাগের সময় যে দুআ পড়বে ২১৫
ঘরে প্রবেশের সময় যেভাবে সালাম দিবে... ২১৫
খাবার সামনে এলে যে দুআ পড়বে ২১৬
খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা.. ২১৬
খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে ২১৭
খাবার শেষে বিসমিল্লাহ বলা.. ২১৭
খাবারের সঙ্গী ব্যক্তিকে যা বলবে...২১৮
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে আহার করার সময় যা বলবে..............................২১৮
খাওয়া শেষ হলে যে দুআ পড়বে ২১৯
খাবারে তৃপ্ত হলে যে দুআ পড়বে...২২০
পান করে যে দুআ পড়বে ২২১
দুধ পান করে যে দুআ পড়বে ২২২
যে পান করাবে তাকে সে দুআ দিবে ২২২
কেউ কিছু খাওয়ালে তার জন্য জন্য যে দুআ করবে ২২৩
খাবার-পানি থেকে কেউ ময়লা দূর করলে তাকে যে দুআ দিবে ২২৩
ইফতারি করে যে দুআ করবে...২২৩

ইফতারির সময় দুআ করা... ২২৪
ইফতারির দাওয়াত খেয়ে মেজবানের জন্য যে দুআ পড়বে...................... ২২৫
খাবার উঠিয়ে ফেললে যা পড়বে... ২২৫
দস্তরখান উঠিয়ে নেওয়ার সময় যা পড়বে.. ২২৬
খাবার শেষে হাত ধুয়ে যা পড়বে.. ২২৬
খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলার সওয়াব...................................... ২২৭
দুপুর ও রাতের আহার শেষে যে দুআ পড়বে...................................... ২২৭
আহারের পর আল্লাহর যিকির করা ২২৭
রোজাদারের নিকট খাবারের দাওয়াত এলে যা বলবে ২২৭
কাউকে খাবারের দাওয়াত যেভাবে দিবে ২২৮
সফরে বের হওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ২২৮
বাহনে পা রাখার সময় যা পড়বে ২৩১
আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা.. ২৩১
আরোহণ করে যে দুআ পড়বে... ২৩২
জাহাজে বা নৌকায় আরোহনের সময় যে দুআ পড়বে.......................... ২৩৩
সফরইচ্ছুক ব্যক্তিকে যে দুআ দিবে.. ২৩৩
বিদায় দেওয়ার সময় এগিয়ে দিতে গিয়ে যে দুআ পড়বে........................ ২৩৪
কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় যে দুআ পড়বে........................... ২৩৫
হজ্বে গমনকারী ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ২৩৫
বাহন জন্তু ছুটে দৌঁড় দিল যা বলবে... ২৩৫
বাহনজন্তু হোঁচট খেলে যা পড়বে.. ২৩৬
কোনো জন্তু থামাতে চাইলে যে দুআ পড়বে ২৩৬
হোঁচট খেয়ে পড়ে আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে ২৩৭
সফরে জায়েজ গান গাওয়া ২৩৭
সফরে থাকাকালীন সকালবেলা যে দুআ পড়বে.................................. ২৩৮
সফরে ফজরের নামাজ পড়ে যে দুআ পড়বে ২৩৮
উঁচুতে উঠা কিংবা নিচে নামার সময় যে দুআ পড়বে ২৩৯
কোনো উঁচু স্থানে আরোহনের সময় যে দুআ পড়বে............................... ২৩৯
উঁচু জমিতে আরোহণের সময় যে দুআ পড়বে ২৪০
বিপদের সময় যে দুআ পড়বে... ২৪২
গন্তব্যস্থল দেখে যে দুআ পড়বে ২৪২
কোনো শহরে পৌঁছে যে দুআ পড়বে... ২৪৩
সফরের মাঝে কোথাও অবতরণ করে যে দুআ পড়বে........................... ২৪৪

সফর থেকে ফেরার পর যে দুআ পড়বে.. ২৪৫
সফর থেকে আগমন করে বাড়িতে এসে যে দুআ পড়বে ২৪৫
যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিকে যা বলবে................................ ২৪৬
কেউ হজ করে এলে তার জন্য যে দুআ করবে.................................... ২৪৭
সফর থেকে আসা ব্যক্তিকে যা বলবে... ২৪৭
কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে যে দুআ পড়বে ২৪৮
অসুস্থ ব্যক্তির মনকে যেভাবে প্রফুল্ল করবে ২৪৮
অসুস্থ ব্যক্তিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা.............................. ২৪৯
অসুস্থ ব্যক্তির কেউ অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তার যা বলা উচিত ২৪৯
অসুস্থ ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণ করা.. ২৪৯
অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণ করতে বলা... ২৫০
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে যে দুআ পড়বে.................................... ২৫০
অসুস্থ ব্যক্তি নিজের জন্য যে দুআ করবে ২৫৩
আহলে কিতাবের কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে যা বলবে............. ২৫৬
অসুস্থ ব্যক্তির যে দুআ করা নিষেধ ২৫৬
অসুস্থ ব্যক্তির উচিত তাকে যে দেখতে আসবে তার জন্য দুআ করা ২৫৮
অসুস্থ ব্যক্তি যখন সুস্থ হয়ে যায় ২৫৮
কোনো মুসিবত বা বিপদের কথা স্মরণ হলে যে দুআ পড়বে.................... ২৫৮
কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনে যে দুআ পড়বে ২৫৯
নিজের ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে যে দুআ পড়বে ২৫৯
মুসলমানের দুশমনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা উচিত ২৬০
কোন দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তার কারণে জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে গেলে যে দুআ পড়বে... ২৬০
মুমূর্ষু অবস্থায় পরিবার-পরিজনদের যেভাবে সান্ত্বনা দিবে....................... ২৬১
কারও চোখ উঠলে যে দুআ পড়বে ২৬১
মাথা ব্যথা করলে যে দুআ পড়বে ২৬২
জ্বর হলে যে দুআ পড়বে ২৬২
জ্বর হলে যা পড়ে দম করবে ২৬৩
অসুস্থ অবস্থায় যে দুআ পড়বে... ২৬৪
নজর লাগলে যে দুআ পড়ে দম করবে.. ২৬৪
সাপ বিচ্ছু দংশন করলে করণীয়.. ২৬৫
সাপ বিচ্ছু দংশন করলে যে দুআ পড়বে ২৬৫

নজর লাগলে করণীয় ২৬৬
সাপ-বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসা ২৬৬
কাটা ছেঁড়া, জখম ফোড়া ইত্যাদির জন্য যে দুআ করবে ২৬৭
নামাজে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত থাকার আমল ২৬৭
ব্যথা দূর করার জন্য যে দুআ পড়ে দম করবে ২৬৭
কুরআন হিফজ করার দুআ ২৬৮
কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে করণীয় ২৭০
সন্তান মারা গেলে যে দুআ পড়বে ২৭০
মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় যে দুআ পড়বে ২৭১
মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর করণীয় ২৭২
মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ফজিলত ২৭২
কবরস্থানে গিয়ে যে দুআ করবে ২৭২
মুশরিকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে ২৭৫
ইস্তিখারা ২৭৫
কতবার ইস্তিখারা করবে? ২৭৭
বিবাহের খুতবা ২৭৭
কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করার সময় যে দুআ পড়বে ২৭৯
বরকে কীভাবে মোবারকবাদ দিবে ২৭৯
বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা ব্যক্তিকে যা বলবে ২৮০
বিয়ের দিন রাতে বর ও নববধূর জন্য দুআ করা এবং তাদের মাথায় পানি দেওয়া ২৮১
স্ত্রী মিলনের সময় যে দুআ পড়বে ২৮২
স্ত্রীর সাথে নম্র ও ভালোবাসার আচরণ করা ২৮২
স্ত্রীর সঙ্গে কোমল আচরণ করা ২৮৩
স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা ২৮৩
স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পুরুষের মিথ্যা বলা ২৮৩
স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর মিথ্যা বলা ২৮৪
স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া নিষেধ ২৮৪
স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের একান্ত বিষয় প্রকাশ করে দেওয়ার মন্দত্ব ২৮৪
প্রয়োজনবশত স্বামী-স্ত্রী তাদের একান্ত বিষয় প্রকাশ করতে পারে ২৮৫
বাসর যাপনের পর নবদম্পতিকে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ২৮৫
সন্তান প্রসবের সময় করণীয় ২৮৭
সন্তান জন্মের পর করণীয় ২৮৮

শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে যে দুআ পড়বে..২৮৯
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য কতবার দুআ পড়বে? ২৮৯
অনর্থক প্রশ্নের মুখোমুখি হলে যা বলবে ২৯০
দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির জন্য যে দুআ করবে...২৯০
দৃষ্টিশক্তি না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রশংসা করার বিনিময় জান্নাত ২৯১
মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যে দুআ করবে.................................. ২৯১
মস্তিস্কবিকৃত ব্যক্তিকে যে দুআ পড়ে দম করবে ২৯২
বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখার দুআ ২৯৪
ফোঁড়া অথবা দানা উঠার চিকিৎসা ২৯৪
দংশিত ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করার দুআ.. ২৯৪
শয়তানকে তাড়াতে যে দুআ পড়বে ২৯৫
হিংস্র প্রাণি থেকে বাঁচার দুআ ২৯৬
নতুন চাঁদ দেখে যে দুআ পড়বে.. ২৯৭
চাঁদ দেখলে করণীয় ৩০০
মাগরিবের আজান শুনলে যে দুআ পড়বে...৩০০
সুহাইল নামক তারা দেখে পড়ার দুআ ৩০১
যখন তারকা খসে পড়ে ৩০২
যুহারা তারকা প্রসঙ্গে.. ৩০২
মাগরিবের নামাজের পর যে দুআ পড়বে...৩০৩
রজব মাসের চাঁদ দেখে যে দুআ পড়বে ৩০৩
অনুমতিপ্রার্থনা.. ৩০৪
কারও ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি............................ ৩০৪
আগমনকারী কতবার অনুমতি চাইবে? ৩০৪
আগমনকারী কতবার সালাম দিবে? ৩০৫
সালাম ও অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করলে তাকে বের করে দেওয়া উচিত.. ৩০৫
প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার সময় 'আমি' না বলে নিজের নাম বলা............৩০৬
এভাবে বলা উচিত নয়, যদি আল্লাহ চান এবং অমুক চায়; বরং এভাবে বলবে,
যদি আল্লাহ চান, তারপর অমুক চায়...৩০৬
শত্রুর মুখোমুখি হলে যে দুআ পড়বে ৩০৭
শত্রুর হামলার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া... ৩০৭
আসরের পর যিকির করার ফযিলত...৩০৮
দিন-রাতে মুস্তাহাব তিলাওয়াতের পরিমাণ..৩০৮
দিন-রাতে দুইশ বার সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াত দুটি পড়ার সওয়াব........ ৩১৩

বিশ আয়াত তিলাওয়াত করা ৩১৪
চল্লিশ আয়াত পড়া ৩১৪
পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা ৩১৪
তিনশ আয়াত পড়া ৩১৫
দশ আয়াত পড়া ৩১৫
এক হাজার আয়াত পড়া ৩১৫
বিতর শেষ করে যা পড়বে ৩১৬
শোয়ার সময় পড়ার দুআ ৩১৬
অজু অবস্থায় শোয়া ৩২৭
স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে যে দুআ পড়বে ৩৩২
খারাপ স্বপ্ন থেকে বাঁচার জন্য ঘুমের সময় যে দুআ পড়বে ৩৩২
আল্লাহর যিকির ব্যতীত ঘুমানো মাকরূহ ৩৩৪
ঘুমের মাঝে ভয়ভীতি পেলে যে দুআ পড়বে ৩৩৪
ঘুম না এলে যে দুআ পড়বে ৩৩৫
রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যে দুআ পড়বে ৩৩৬
রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমোতে যাওয়ার সময় যে দুআ পড়বে .. ৩৪৪
কদরের রাত পেয়ে গেলে যে দুআ পড়বে ৩৪৫
স্বপ্নে পছন্দনীয় কিছু দেখলে করণীয় ৩৪৫
খারাপ স্বপ্ন দেখলে যে দুআ পড়বে ৩৪৬
স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে অন্যকে না বলা ৩৪৭
স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় যে কথা বলবে ৩৪৭

জবানের হেফাজত করা এবং আল্লাহর যিকিরে নিরত থাকা

[১] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তুমি যদি সঠিক পথে অবিচল থাকো, তাহলে আমরাও সঠিক পথে অবিচল থাকবো। তুমি বাঁকা পথে গেলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হবো।[১]

[২] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে কথাটি বলেছেন, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমলের কথা আমাকে বলে দিন। তখন তিনি বলেন, তোমার এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা (উচিত) যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে তাজা থাকবে। (অর্থাৎ আল্লাহর যিকির করতে করতে তোমার মৃত্যুবরণ করা।)[২]

[৩] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতীদের কোনো কিছুর আফসোস থাকবে না কেবল সেই মুহূর্তগুলো ছাড়া, যে মুহূর্তগুলো তাদের আল্লাহর যিকির ছাড়া কেটেছে।[৩]

[৪] দারাজ আবু হাইসাম থেকে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেন, এত অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতে থাকো যে, লোকে তোমাকে দেখলে পাগল বলে।[৪]

[৫] উম্মে সালেহ সাফিয়্যাহ বিনতে শাইবাহ-এর সূত্রে আম্মাজান উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১] হাসান। সুনানু তিরমিযি : ২৪০৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩ : ৯৬। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তাখরিজে মেশকাতে ৪৮৩৮ নং হাদিসে এটিকে হাসান বলেছেন।

[২] সহিহ। সহিহ বুখারি : ৮০-৮১। শাইখ আলবানি সহিহায় (১৮৩৬) এটিকে সহিহ বলেছেন।

[৩] যয়িফ। সনদের ভিত্তি ইয়াযিদ বিন ইয়াহইয়া আল-কুরাশীর উপর। আবু হাতেম আর-রাজি বলেন, তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।

[৪] যয়িফ। মুসনাদে আহমাদ, ৩ : ৬৮। হাইসামি বলেন, সনদের দারাজকে অনেক মুহাদ্দিস যয়িফ বলেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে যয়িফ বলেছেন, যয়িফাহ : ১৭।

বলেন, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ এবং আল্লাহর যিকির ব্যতীত মানুষের প্রতিটি কথা তার বিপদের কারণ হবে।[৫]

[৬] আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কর্মের চেয়ে বেশি কথার হিসেব রাখে, সে যেন কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলে।[৬]

[৭] যায়েদ ইবনু আসলাম বর্ণনা করেন—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তার জিহ্বা ধরে টানছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ রাসুলের খলিফা, আপনি এটা কি করছেন? জবাবে তিনি বললেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের ঘাটে পৌঁছিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারালো জিহ্বার ব্যাপারে অনুযোগ করবে।[৭]

ঘুম থেকে উঠার পর যা পড়বে

[৮] হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠার পর এই দুআ পড়তেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُور.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাকে (নিদ্রা জাতীয়) মৃত্যু দান করার পর আবার নতুন জীবন দান করেছেন, আর সর্বশেষ তার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।[৮]

---

[৫] যয়িফ। সুনানু তিরমিযি : ২৪১৭। সুনানু ইবনু মাজাহ : ৩৯৭৪। সনদের উম্মে সালেহ বিনতে সালেহকে হাফেজ ইবনু হাজার অজ্ঞাত বলেছেন। অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি। দেখুন, তাকরিবুত তাহযিব। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ যয়িফুল জামে সগীরে (৪২৮৮) এই হাদিসটিকে যয়িফ বলেছেন।

[৬] যয়িফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। ইমাম ইবনুস সুন্নি রহ. ছাড়া অন্য কেউ এই হাদিসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম সুয়ুতি রহ. এই হাদিসটি ইবনুস সুন্নির উদ্ধৃতিতে জামে সগীরে উল্লেখ করেছেন এবং যয়িফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শাইখ আলবানি রহ. তার যয়িফা নামক গ্রন্থের ৩০৮৯ নং হাদিসে এটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।

[৭] সহিহ। মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৫। শাইখ আলবানি সহিহায় ৫৩৫ নং হাদিসে এটিকে ইমাম বুখারির শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলেছেন। কারণ, সনদের রাবি দারাওয়ারদি বিশ্বস্ত।

[৮] সহিহ। সহিহ বুখারি : ৬৩১২, ৬৩২৪, ৭৩৯৪। সুনানু আবু দাউদ : ৫০৪৯। সুনানু তিরমিযি : ৩৪১৭। মুসনাদে আহমাদ : ২২৭৬০, ২২৮৬০, ২২৯৪৯। সুনানু দারেমি : ২৬৮৬। সুনানু ইবনু মাজাহ : ৩৮৮০।

[৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠলে সে যেন এই দুআ পড়ে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

> সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমার রূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করেছেন এবং আমাকে তার যিকিরের অনুমতি দিয়েছেন।[৯]

[১০] আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠার পর এই দুআ পড়ে,

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

> আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[১০]

[১১] আতিয়্যা আওফা আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঘুম থেকে উঠে কেউ যখন এই দুআ পড়ে,

سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي مِنْ قَبْرِي، اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

> সেই সত্যের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি মৃতদের জীবিত করেন আর তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমাকে কবর থেকে

---

[৯] হাসান। সুনানু তিরমিযি : ৩৩৯৮ । ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ : ৮৬৬। ইমাম তিরমিযি এবং হাফেজ ইবনু হাজার এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ সহিহুল জামে-এর ৩২৬ নং হাদিসে এটিকে হাসান বলেছেন ।

[১০] যয়িফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। হাফেজ ইবনু হাজার নাতাইজুল আফকারে (১/১১২-১১৩) বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্বল হাদিস। হাদিসের মূল আরবি সনদে বর্ণনাকারী আবদুল ওয়াহহাব বিন জাহহাককে ইমাম আবু হাতেম রাজি এবং ইমাম আবু দাউদসহ অন্যান্যরা কাযযাব (চরম মিথ্যুক) বলেছেন। ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্যরা তাকে মাতরুক তথা পরিত্যাজ্য বলেছেন।

উত্থিত করার দিন আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের পুনরুত্থিত করার দিন আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করুন।

বান্দা যখন এই দুআ করে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে এবং শোকর আদায় করেছে।[১১]

[১২] আবু জুবায়ের থেকে বর্ণিত, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো বান্দা যখন ঘরে প্রবেশ করে ঘুমাতে যায়, তখন তার কাছে তার ফেরেশতা এবং শয়তান দ্রুত এগিয়ে আসে। তারপর শয়তান বলে, মন্দ কোনো আমলের মাধ্যমে দিন সমাপ্ত করো। আর ফেরেশতা তাকে বলে, উত্তম কোনো আমলের মাধ্যমে দিন সমাপ্ত করো। তখন সে যদি আল্লাহ যিকির করে ও তার হামদ (প্রশংসা) পাঠ করে, ফেরেশতা শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেয় এবং সেই বান্দার হেফাজত করতে থাকে। সে যখন জাগে, তখনও তার ফেরেশতা এবং তার শয়তান তার কাছে আসে। শয়তান তাকে বলে, মন্দ কিছু দিয়ে দিনের শুরু করো আর ফেরেশতা তাকে বলে, ভালো কিছু দিয়ে দিনের শুরু করো। তখন সে যদি নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে, আর সে রাতে সে বিছানা থেকে পড়ে মারা যায়, তাহলে শহীদি মৃত্যু লাভ করবে। আর যদি বিছানা থেকে উঠে যায় এবং নামাজ পড়ে, তাহলে অনেক ফযিলত এবং প্রতিদান লাভ করবে। দুআটি হলো,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রাজনিত) মৃত্যু দান করার পর আবার আমার রুহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঘুমের মাঝে আমাকে মৃত্যু দেননি। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে হেলে পড়া থেকে ধরে রেখেছেন, যদি তা হেলে পড়তো,

[১১] যয়িফ জিদ্দান (অত্যন্ত দুর্বল)। কারণ, সনদের মূলে রয়েছেন আতিয়্যাহ আওফা। তিনি অত্যন্ত দুর্বল, জঘন্য পর্যায়ের মুদাল্লিস। হাফেজ ইবনু হাজার তাকরিবুত তাহযিবে তার সম্পর্কে লিখেন, তিনি সত্যবাদী, তবে প্রচুর ভুল বর্ণনা করেন, শিয়াপন্থি, মুদাল্লিস। ইবনু হিব্বান তাকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন। তার থেকে অনেক জাল হাদিস বর্ণিত হয়েছে।